

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, বুধবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-36 18 November 2026 ◆ Wednesday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



বারবার হেলমেট ছাড়া বাইক চালালেই বাতিল হতে পারে লাইসেন্স, কড়া হুঁশিয়ারি হিমন্তের

গুয়াহাটি : বারবার হেলমেট ছাড়া বাইক চালালে এবার বাতিল হতে পারে চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স, এমনকী গাড়ির রেজিস্ট্রেশনও। রাজ্যে সড়ক নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার রাতে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, হেলমেট ছাড়া দু'চাকার গাড়ি চালানোকে আর শুধুমাত্র জরিমানার বিষয় হিসেবে দেখা হবে না। হেলমেট পুলিশের হাত থেকে বাঁচার উপায় নয়, বরং জীবনরক্ষার অপরিহার্য সরঞ্জাম;এই উপলব্ধি চালকদের থাকা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের উল্লেখ করে হিমন্ত জানান, দু'চাকার গাড়ির দুর্ঘটনায় মৃতদের



মধ্যে ৬০.১ শতাংশের মাথায় হেলমেট ছিল না। এই পরিসংখ্যানই হেলমেট ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। একইসঙ্গে মনে করিয়ে দেন, হেলমেট পরার নিয়ম শুধু বাইকচালকের জন্য নয়, পিছনে বসা যাত্রীর ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে বাধ্যতামূলক। সামান্য উত্তেজনা বা মুহূর্তের আনন্দের জন্য জীবন বিপন্ন না করার আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী। হিমন্ত জানান, মোটরযান আইন কার্যকর করার দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের হেলমেট সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই অপরাধ বারবার করলে চালকের লাইসেন্স কিংবা সংশ্লিষ্ট গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হতে পারে।

বুধবার রাজ্যজুড়ে যে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনবিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে, তা কেবল শুরু বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী দিনেও অসমের সর্বত্র এই অভিযান চলবে। গোটা প্রক্রিয়ার উপর তিনি নিজে নজর রাখবেন বলেও জানিয়েছেন হিমন্ত। দু'চাকার গাড়ির দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি কমাতেই এই কঠোর পদক্ষেপ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

মণিপুরে নদীতে সেনাবাহিনীর গাড়ি পড়ে মৃত ক্যাপ্টেন, গুরুতর আহত তিন জওয়ান

ইম্ফল : মণিপুরে সেনাবাহিনীর গাড়ি নদীতে পড়ে মৃত্যু হল এক ক্যাপ্টেনের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিন সেনাকর্মী। মঙ্গলবার দুপুর ২টো নাগাদ ইম্ফল পূর্ব জেলার লামলাই চাল্লো এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। অষ্টম বিহার রেজিমেন্টের সেনাকর্মীদের নিয়ে যাওয়ার সময় একটি সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইতাম নদীতে পড়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ জলের তলায় ডুবে ছিল গাড়িটি। পরে আহতদের উদ্ধার করে বাবিনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ২৯ বছর বয়সি ক্যাপ্টেন হনুমান রামের। আহত তিনজন হলেন ২৪ বছর বয়সি সিপাই মালি জয়েশ হিম্মত, ৩৭ বছরের সিপাই রাকেশ সারপাতে এবং ১৯ বছরের অগ্নিবীর অখিলেশ কুমার শাহ। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

জুবিন ক্ষেত্রের প্রথম পর্যায়ে ১৫ কোটি বরাদ্দ মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি : প্রয়াত জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গের স্মৃতিতে 'জুবিন ক্ষেত্র' গড়ে তোলার উদ্যোগে বড় পদক্ষেপ করল অসম সরকার। মঙ্গলবার শিল্পীর জন্মবার্ষিকীতে এই



প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য ১৫ কোটি টাকা অনুমোদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সমাজমাধ্যমে অসমিয়া ভাষায় একটি পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, জুবিন ক্ষেত্রের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের কাছে শিল্পীর জীবন, সৃষ্টিকর্ম ও সাংস্কৃতিক অবদান তুলে ধরা হবে। তাঁর কথায়, এই স্মারকক্ষেত্রে এসে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জুবিনের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে এবং তাঁর শিল্পীসত্তার উত্তরাধিকার অনুভব করতে পারবে।

অসমের সংগীত ও সংস্কৃতিতে জুবিন গার্গের অবদান স্মরণীয় করে রাখতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যবাসীর আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শিল্পীর সৃষ্টিকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে জুবিন ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য ১৫ কোটি টাকার অনুমোদন সেই লক্ষ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তিন দিনের সাংগঠনিক সফরে মণিপুরে মোহন ভাগবত

ইম্ফল : তিন দিনের সাংগঠনিক সফরে মণিপুরে এসেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত। গত ১৬ নভেম্বর ইম্ফলে পৌঁছন



তিনি। ১৮ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে থাকবেন সঙ্ঘপ্রধান। এই সফরে মণিপুরে আরএসএসের সাংগঠনিক কাজকর্ম এবং বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন তিনি।

পাশাপাশি, সঙ্ঘের শতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে রাজ্যে গৃহীত কর্মসূচি এবং ১০১তম বর্ষের পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা। বিশেষ গুরুত্ব পাবে সঙ্ঘের 'পঞ্চ পরিবর্তন' কর্মসূচি, যার লক্ষ্য সমাজে পাঁচ ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।

সফরকালে স্থানীয় সঙ্ঘকর্মীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন মোহন ভাগবত। বিশেষ করে মণিপুরের চলমান হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সঙ্ঘের সেবামূলক কাজ আরও জোরদার ও বিস্তৃত করার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় চলা ত্রাণ ও সমাজসেবামূলক উদ্যোগের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করবেন তিনি।

ত্রিপুরায় বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া নেই, ২০২৮-এ ক্ষমতার বদলের স্বপ্ন অধরাই থাকবে : মানিক

আগরতলা : ত্রিপুরায় শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া নেই। ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতার পরিবর্তনের বিরোধীদের স্বপ্নও বাস্তবায়িত হবে না। বুধবার আগরতলা পুরনিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়ে এই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। একই সঙ্গে সিপিএম ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, দুই দলই রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা ও জনসমর্থন হারিয়েছে।



বিরোধীদের গণতন্ত্র নিয়ে অভিযোগের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতে যারা রাজ্য শাসন করেছে, তারাই এখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। বিরোধীরা একদিকে মনোনয়ন জমা দিচ্ছে, অন্যদিকে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ তুলছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

২০২৮ সালে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে সাহা বলেন, বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের কোনও অসন্তোষ নেই। ২০২৩ সালের নির্বাচনে বিরোধীরা মাত্র ১০টি আসনে জিতেছিল। ভবিষ্যতে সেই আসনগুলিও ধরে রাখতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মই বিজেপির জনসমর্থনের প্রধান কারণ বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। ইভিএম কারচুপি ও ভোট চুরির অভিযোগ তুলে বিরোধীরা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

২০ নভেম্বর অরুণাচল সফরে অমিত শাহ, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক

ইটানগর : দু'দিনের সফরে আগামী ২০ নভেম্বর অরুণাচল প্রদেশে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যের উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুর সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর। বুধবার এ কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের অগ্রগতি, সমস্যা ও উন্নয়নের অগ্রাধিকারগুলি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

শাহের সফরে বান্দেরদেওয়ার পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং ইটানগরের আইজি পার্কে দুটি সরকারি কর্মসূচি রয়েছে। সেখানে পুলিশকর্মীদের হাতে পদক তুলে দেবেন তিনি।

প্রস্তাবিত সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রকল্প ঘিরে উপত্যকায় প্রতিবাদ চলার মধ্যেই এই সফর হচ্ছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে স্থানীয়দের উদ্বেগ রয়েছে। পাশাপাশি, সীমান্তবর্তী এলাকার পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নও আলোচনায় গুরুত্ব পেতে পারে। ২২ নভেম্বর দিল্লি ফিরবেন শাহ।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

বুধবার, ১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৮ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

তরুণ জনসংখ্যা নয়, সুযোগের নিশ্চয়তাই ভারতের আসল শক্তি

মানসম্মত শিক্ষা, স্বচ্ছ পরীক্ষা, মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে ভারতের জনসংখ্যাগত সুবিধাই একদিন বড় সংকটে পরিণত হতে পারে। ভারতের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার তরুণ জনসংখ্যা। দেশের ৬৫ শতাংশেরও বেশি মানুষের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে ঘিরেই উন্নত ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখছে দেশ। কিন্তু তরুণের সংখ্যা বেশি হলেই কোনও দেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে না। সেই তরুণদের শিক্ষা, দক্ষতা, কর্মসংস্থান এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ কতটা নিশ্চিত করা যাচ্ছে, তার উপরই নির্ভর করে প্রকৃত অগ্রগতি। জনসংখ্যাগত সুবিধা তখনই সম্পদ হয়ে উঠবে, যখন রাষ্ট্র তরুণদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারবে।

আজ ভারতের সামনে তাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা পূরণে রাষ্ট্র কতটা প্রস্তুত? ২০৪৭ সালের উন্নত ভারতের স্বপ্ন, প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতি কিংবা বিশ্বমঞ্চে নেতৃত্ব দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা;সবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার ভিত তৈরি হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নিয়োগব্যবস্থা এবং কর্মক্ষেত্রে। সেখানে যোগ্যতার পরিবর্তে অনিয়ম, স্বচ্ছতার পরিবর্তে অনিশ্চয়তা এবং দক্ষতার পরিবর্তে সুপারিশ প্রাধান্য পেলে তরুণদের মধ্যে হতাশা তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক।

২০২৬ সালের নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এই সংকটেরই একটি উদাহরণ। চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী বছরের পর বছর প্রস্তুতি নেয়। পরিবারও সেই স্বপ্ন পূরণে বিপুল অর্থ ও সময় ব্যয় করে। অথচ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শুধু পরীক্ষার্থীরা নয়, গোটা ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা। পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা কোনও প্রশাসনিক অনুগ্রহ নয়, শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার। তাই অনিয়মের অভিযোগ উঠলে দ্রুত, নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

শিক্ষার পর কর্মসংস্থানের প্রশ্নটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি সমীক্ষা বা পিএলএফএস ২০২৫ অনুযায়ী, ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের বেকারত্বের হার ছিল ৯.৯ শতাংশ। কিন্তু বেকারত্বের হার দিয়ে তরুণদের কর্মজীবনের সম্পূর্ণ চিত্র বোঝা যায় না। কতজন স্থায়ী কাজ পাচ্ছেন, কতজনের শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য রয়েছে এবং কতজন ন্যায্য পারিশ্রমিক পাচ্ছেন, সেগুলিও বিবেচ্য। শুধু চাকরির সংখ্যা বাড়ানো নয়, সম্মানজনক ও নিরাপদ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত লক্ষ্য।

শিক্ষা ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবও বড় সমস্যা। বহু তরুণ ডিগ্রি অর্জন করেও বাস্তব কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় দক্ষতা থেকে পিছিয়ে থাকেন। অন্যদিকে, নিয়োগকর্তারাও দক্ষ কর্মী পাওয়ার সমস্যার কথা বলেন। এই ব্যবধান দূর করতে শিক্ষাক্রমের আধুনিকীকরণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন। একই সঙ্গে তরুণদেরও পেশাগত দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে।

তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাশাও বদলাচ্ছে। তারা কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছ মূল্যায়ন, ন্যায্য পারিশ্রমিক, স্বাধীন মত প্রকাশ এবং উন্নতির সুযোগ চায়। এই দাবিকে পরিশ্রমবিমুখতা বা কর্তৃত্ব অস্বীকার হিসেবে দেখা ভুল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠান, সর্বত্র প্রশ্ন তোলার অধিকার থাকা প্রয়োজন। তবে প্রতিবাদের নামে তথ্যহীন অভিযোগ কিংবা দায়িত্বহীন আচরণও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের সঙ্গে দায়িত্বশীলতার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি।

এখানেই রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহির প্রশ্নটি সামনে আসে। পরীক্ষায় অনিয়ম, নিয়োগে দুর্নীতি কিংবা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে অভিযোগ উঠলে তার দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা থাকলেই দায়িত্ব শেষ হয় না; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার উত্তর দেওয়াও জরুরি। সমালোচনাকে বিরোধিতা হিসেবে না দেখে সংশোধনের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

ভারতের প্রজন্মগত ব্যবধানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। একসময় যে প্রজন্ম প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিল, তারাই অনেক সময় নতুন প্রজন্মের প্রতিবাদকে অবাধ্যতা বলে মনে করে। অথচ প্রশ্ন করার অধিকারই গণতন্ত্রের প্রাণ। তরুণদের অভিজ্ঞতার মূল্য দিতে হবে, আবার অভিজ্ঞ প্রজন্মের কাছ থেকে শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ শেখার পরিবেশও তৈরি করতে হবে। ভারতের তরুণ জনসংখ্যা নিঃসন্দেহে বিরাট সম্ভাবনা। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা, নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা, দক্ষতার উপযুক্ত মূল্যায়ন, মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান এবং জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান।

ভারত সম্মেলন, না মোদিকে নিশানা করার রাজনৈতিক কৌশল?

ললিত গর্গ

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি হল, সেখানে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরোধিতা, সমালোচনা এবং তার নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা, প্রশাসনিক ব্যর্থতা তুলে ধরা কিংবা বিকল্প রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা শুধু বিরোধী দলের সাংবিধানিক অধিকার নয়, গণতন্ত্রের প্রতি তাদের দায়িত্বও। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধ যখন বিদেশি রাজনৈতিক শক্তির মঞ্চে পৌঁছে যায়, কিংবা নির্বাচিত সরকারকে ঘিরে ঘরোয়া রাজনৈতিক বিতর্ক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে, তখন তা আর নিছক দলীয় রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে জাতীয় মর্যাদা, সার্বভৌমত্ব এবং গণতান্ত্রিক শিষ্টাচারের প্রশ্ন। ২০২৬ সালের ১৩ ও ১৪ নভেম্বর হায়দরাবাদে আয়োজিত 'ভারত সামিট' ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক সেই প্রশ্নকেই সামনে নিয়ে এসেছে।

কংগ্রেস ও তেলেঙ্গানার সরকার এই সম্মেলনকে আন্তর্জাতিক স্তরে মতবিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে তুলে ধরেছে। জলবায়ু পরিবর্তন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, বিনিয়োগ, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের মতো বিষয় ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। অন্যদিকে, কয়েকজন বিদেশি বক্তার মন্তব্যকে সামনে রেখে বিজেপি সম্মেলনটিকে 'অ্যান্টি-ভারত সামিট' বলে আখ্যা দিয়েছে। দুই পক্ষেরই রাজনৈতিক বক্তব্য রয়েছে। কিন্তু দলীয় অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের আড়ালে আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন চাপা পড়ে যাচ্ছে;ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাতে বিদেশি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কতটা গ্রহণযোগ্য?

এই প্রশ্নের বিচার কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়িয়ে করা উচিত নয়। বরং জাতীয় স্বার্থ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিষয়টি দেখা প্রয়োজন।

বিদেশি শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ কিংবা গণতন্ত্রের গবেষকদের ভারতে আমন্ত্রণ জানানোয় আপত্তির কোনও কারণ নেই। বরং আন্তর্জাতিক মতবিনিময় ভারতের দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। 'বসুধৈব কুটুম্বকম';সমগ্র বিশ্ব এক পরিবার;এই দর্শনই ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম ভিত্তি। জলবায়ু পরিবর্তন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিশ্ব অর্থনীতি, যুদ্ধ, শান্তি কিংবা মানবাধিকার কোনও একটি দেশের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ বিষয় নয়। এসব নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা হওয়া প্রয়োজনীয় এবং স্বাগতযোগ্য।

কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় তখনই, যখন আন্তর্জাতিক আলোচনা রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। কোনও বিদেশি রাজনৈতিক নেতা যদি ভারতের নির্বাচিত সরকার, নির্বাচনী ব্যবস্থা কিংবা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রমাণহীন অভিযোগ তোলেন এবং সেই বক্তব্যকে দেশের অভ্যন্তরীণ দলীয় রাজনীতির সমর্থনে ব্যবহার করা হয়, তখন তার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

হায়দরাবাদের সম্মেলনে ইতালির সমাজতান্ত্রিক নেতা জিয়াকোমো ফিলিবেকের বক্তব্য ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তার সূত্রপাত সেখানেই। রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিতে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর প্রশ্ন তোলা এবং 'ভোট চোর, গদ্দি ছোড়' স্লোগানের ব্যবহার রাজনৈতিক বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে।

অবশ্য কোনও বিদেশি নাগরিক ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারবেন না, এমন দাবি গণতান্ত্রিক উদারতার পরিপন্থী। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও স্বীকৃত। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিদেশি রাজনৈতিক নেতাদের কি ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক লড়াইয়ের সক্রিয় অংশীদার করে তোলা উচিত? ভারতের সরকার নির্বাচিত হয় এ দেশের মানুষের ভোটে, বিদেশি রাজনৈতিক শক্তির সমর্থন বা বিরোধিতায় নয়।

কোনও রাজনৈতিক দলের যদি মনে হয়, দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে, তবে সেই অভিযোগ তোলার জন্য সংসদ, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, সংবাদমাধ্যম এবং সর্বোপরি জনগণের দরবার খোলা রয়েছে। প্রমাণসহ অভিযোগ জানানো, আদালতের দ্বারস্থ হওয়া কিংবা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সংস্কারের দাবি তোলা; সবই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অংশ। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অভিযোগকে প্রতিষ্ঠা করতে বিদেশি রাজনৈতিক মঞ্চ ও নেতাদের সমর্থনের ওপর নির্ভরতা বাড়লে সংশ্লিষ্ট দলের নিজের গণতান্ত্রিক বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।

কংগ্রেসের কাছে তাই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক;ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর তাদের আস্থা কি এতটাই কমে গিয়েছে যে নিজেদের রাজনৈতিক অভিযোগের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে এখন বিদেশি কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন হচ্ছে?

তবে একই প্রশ্ন বিজেপির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রতিটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে 'ভারতবিরোধী' আখ্যা দেওয়া কিংবা সরকারের প্রতিটি সমালোচনাকে বিদেশি ষড়যন্ত্র বলে দাগিয়ে দেওয়াও গণতান্ত্রিক পরিপক্কতার পরিচয় নয়। ভারত একটি পরিণত ও আত্মবিশ্বাসী গণতন্ত্র। সমালোচনাকে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন তার নেই। বরং তথ্য, যুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির মাধ্যমে সমালোচনার জবাব দেওয়াই উচিত। কোনও বিদেশি অতিথির বক্তব্য আপত্তিকর বা উসকানিমূলক হলে তার প্রতিবাদ করা যেতে পারে, কিন্তু মতবিরোধ মানেই দেশবিরোধিতা; এমন সরলীকরণ বিপজ্জনক।

এই বিতর্কের সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হল, জাতীয় পররাষ্ট্রনীতি ও দলীয় রাজনীতির মধ্যবর্তী সীমারেখা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে পড়ার আশঙ্কা। পররাষ্ট্রনীতি কোনও একটি রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়। তা কংগ্রেস, বিজেপি কিংবা অন্য কোনও দলের একক বিষয় নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সমগ্র দেশের কৌশলগত স্বার্থ ও জাতীয় আকাঙ্ক্ষা। সরকার বদলায়, রাজনৈতিক সমীকরণ বদলায়, নির্বাচনের ফলাফল বদলায়;কিন্তু রাষ্ট্রের স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক অবস্থান দীর্ঘমেয়াদি ধারাবাহিকতার দাবি রাখে।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ঐতিহ্য থেকে শুরু করে আজকের বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা;ভারত বরাবরই নিজস্ব স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির পরিচয় বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপ, জাপান, আরব বিশ্ব, আফ্রিকা কিংবা গ্লোবাল সাউথ;প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সম্পর্ক গড়ে তোলাই ভারতের কূটনৈতিক অবস্থানের মূল ভিত্তি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধকে আন্তর্জাতিক সংঘাতে পরিণত করা কোনওভাবেই কাম্য নয়।

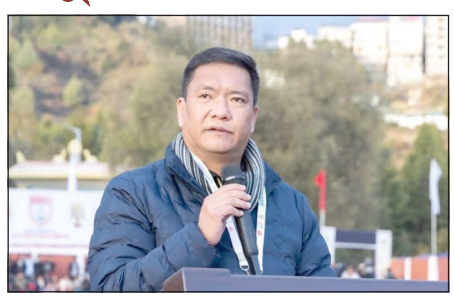
সরকারের বিরোধিতা করা আর রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা এক বিষয় নয়। এই পার্থক্য গণতন্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিদেশি রাজনৈতিক শক্তিকে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক লড়াইয়ে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার প্রবণতা জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে উদ্বেগ তৈরি করবেই।

জাতীয় ঐক্য মানে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি নয়। বরং রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য, সরকারের সমালোচনা এবং ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি মৌলিক দায়বদ্ধতা বজায় রাখাই প্রকৃত জাতীয় ঐক্য। কোনও রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় ফিরতে চাইলে তাকে মানুষের কাছে যেতে হবে। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যুবসমাজের প্রত্যাশা, নারীর নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো প্রশ্নে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প তুলে ধরতে হবে। শুধু গণতন্ত্র বিপন্ন বলে স্লোগান তুললেই মানুষের আস্থা অর্জন করা যায় না। গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার অভিযোগ থাকলে তার পক্ষে প্রমাণও দিতে হবে।

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক মানসিকতার অভিযোগ পেমা খাণ্ডুর, কংগ্রেসের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন

ইটানগর : নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিতে পারেন না রাহুল গান্ধী। বিদেশের মাটিতে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রশ্ন করে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছেন তিনি। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলে তাঁকে 'ঔপনিবেশিক মানসিকতার' অধিকারী বলে কটাক্ষ করলেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু।

মঙ্গলবার ইটানগরে বিজেপির 'লোকতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও পদযাত্রা অভিযান'-এর পর দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী। সেগুলিকে বিদেশি রাজনৈতিক নেতাদের স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। গত ১৩ ও ১৪ নভেম্বর হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত ভারত সামিটের প্রসঙ্গ টেনে খাণ্ডু প্রশ্ন করেন, ভারতের গণতন্ত্র



নিয়ে আলোচনা করতে বিদেশি রাজনৈতিক নেতাদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজন কেন?

তাঁর অভিযোগ, বিদেশের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সমালোচনা করে রাহুল গান্ধী কার্যত দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অসম্মান করছেন। নির্বাচনে বারবার পরাজয়ের পরেও কংগ্রেস জনতার রায় মেনে নিতে পারছে না বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। স্থানীয় নির্বাচন থেকে শুরু করে পুরসভা, বিধানসভা ও লোকসভা;সব স্তরেই কংগ্রেসের পরাজয়ের কথা উল্লেখ করে খাণ্ডু বলেন, বিজেপি ও এনডিএ-র উন্নয়ন, জাতীয় ঐক্য এবং 'রাষ্ট্র সর্বাগ্রে' নীতির উপর আস্থা রেখেছেন মানুষ।

তবে সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, সরকারের ভুলত্রুটি তুলে ধরা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা বিরোধীদের দায়িত্ব। এজন্য সংসদ ও বিধানসভাই যথাযথ মঞ্চ, বিশৃঙ্খলা বা পথ অবরোধ নয়। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার জন্য রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলিকে ধন্যবাদ জানান তিনি। তাঁর দাবি, এর মাধ্যমে ভুয়ো ও পুনরাবৃত্ত নাম বাদ দেওয়ার পাশাপাশি মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

বন্দুকের শব্দ পেরিয়ে সংস্কৃতি-শিক্ষার পথে কার্বি আংলং

৭৫ বছর পূর্তিতে ১৫ হাজার শিল্পীর নজিরবিহীন পরিবেশনা

ডিফু : একসময় সংঘর্ষ, হিংসা ও বন্দুকের শব্দে পরিচিত কার্বি আংলং এখন শান্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়ার পথে এগিয়ে চলেছে। মঙ্গলবার জেলার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে এই বার্তাই দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। একই সঙ্গে ১৫ হাজার শিল্পীর সম্মিলিত কার্বি লোকনৃত্য 'নিমসো কেরুং' পরিবেশনা অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে। এদিন ৭০২ জন শিক্ষককেও নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়।

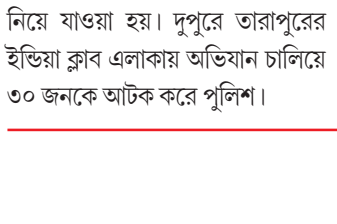
ডিফুর তারালাংসোতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কার্বি আংলংয়ে এখন আর অস্ত্রের ঝনঝনানি কিংবা গুলির শব্দ শোনা যায় না। বন্দুক, গ্রেনেডের দিন পেরিয়ে এই অঞ্চল নতুন সংকল্প নিয়ে সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ক্রীড়ার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে। শান্তি ও উন্নয়নের এই ধারাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য স্থানীয় মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগের উপর জোর দেন তিনি।

উল্লেখ্য, ১৯৫১ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনাইটেড মিকির অ্যান্ড নর্থ কাছাড় হিলস জেলা গঠিত হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক যাত্রার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দিনভর নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদ (কেএএসি)-র অধীন ৭০২ জন নির্বাচিত প্রার্থীর হাতে শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে কেএএসি এলাকার ১৭টি সম্প্রদায়ের ১৫ হাজার তরুণ-তরুণী নিজ নিজ ঐতিহ্যবাহী পোশাকে 'নিমসো কেরুং' লোকনৃত্য পরিবেশন করেন। এত বিপুল সংখ্যক শিল্পীর একযোগে এই পরিবেশনাকে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পাওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেন হিমন্ত। পরে গুয়াহাটিতেও একই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ঘোষণা দেন তিনি। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিল্পীকে ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন ২ হাজার কার্বি পুরোহিতের সম্মিলিত প্রার্থনাও ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। পাশাপাশি পোর্ট ব্লেয়ারে আয়োজিত ১৬তম আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পারফর্মিং আর্টস অলিম্পিয়াডে প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জনকারী কার্বি কালচারাল সোসাইটির শিল্পীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রকাশ করা হয় স্মারক স্মরণিকাও।

হেলমেটহীন চালকদের বিরুদ্ধে কাছাড় পুলিশের কড়া অভিযান, আটক ৩০



শিলচর : সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে আর কোনওরকম আপস করতে নারাজ কাছাড় পুলিশ। হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল ও স্কুটি চালানো এবং মোটর যান আইনের বিভিন্ন বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে মঙ্গলবার শিলচর শহরে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে ৩০ জন চালককে আটক করল পুলিশ। তারাপুরের ইন্ডিয়া ক্লাব এলাকা থেকে তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক চালকদের ২৪ ঘণ্টা হেফাজতে রাখা হবে। পাশাপাশি আইন লঙ্ঘনের দায়ে তাঁদের বিরুদ্ধে জরিমানাও ধার্য করা হয়েছে।

সম্প্রতি কাজিরঙায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জনের মৃত্যুর পর রাজ্যে সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশের পর রাজ্যজুড়ে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

তারই অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার কাছাড় জেলার বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় হয়ে ওঠে পুলিশ প্রশাসন। শিলচর শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় চলে এই অভিযান। বিশেষ করে হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল ও স্কুটি চালানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হয়। ট্রাফিক আইন অমান্য করে রাস্তায় বের হওয়া চালকদের আটক করার পাশাপাশি তাঁদের যানবাহনও থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুরে তারাপুরের ইন্ডিয়া ক্লাব এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩০ জনকে আটক করে পুলিশ।

রাহুলের সমাজমাধ্যমের পোস্ট ঘিরে নতুন বিতর্ক, শিব-পার্বতীর ছবি নিয়ে আপত্তি হিমন্তের

গুয়াহাটি : ব্যক্তিগত পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য থেকে শুরু হওয়া বিতর্ক এবার ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহারের প্রশ্নে নতুন মাত্রা পেল। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সমাজমাধ্যমে ভগবান শিব ও দেবী পার্বতীর ছবি পোস্টকে কেন্দ্র করে তাঁকে আক্রমণ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। কোনও মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের তুলনা করা যায় না বলে মন্তব্য করে রাহুলের পোস্টের সমালোচনা করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) এক্স হ্যান্ডলে রাহুলকে নিশানা করে হিমন্ত লেখেন, কোনও গান্ধীই নন, কোনও মানুষই কখনও ঈশ্বর হতে পারেন না। ভগবানের সামনে মানুষ মাথা নত করে, নিজেদের তাঁর সমকক্ষ বলে দাবি করে না। রাহুলের পোস্টকে অহংকারের প্রকাশ হিসেবেও ব্যাখ্যা করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী।

ঘটনার সূত্রপাত নয়াদিল্লিতে সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা Belonging A Journey of Love-এর প্রকাশ অনুষ্ঠানে। সেখানে বাবা রাজীব গান্ধী ও মা সোনিয়া গান্ধীর সম্পর্ক নিয়ে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করেন রাহুল। ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর সোনিয়া গান্ধী ও পরিবারের উপর তার প্রভাবের কথাও



তুলে ধরেন তিনি। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়। সমাজমাধ্যমে বিজেপি সমর্থকদের একাংশের কটাক্ষের মুখেও পড়েন কংগ্রেস নেতা।

এরপর এক্স হ্যান্ডলে পাল্টা পোস্ট করে বিজেপি ও আরএসএসের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ভয়, রাগ ও ঘৃণার রাজনীতি করার অভিযোগ তোলেন রাহুল। পোস্টের সঙ্গে ভগবান শিব ও দেবী পার্বতীর ছবি যুক্ত করে ভালোবাসা ও আপনজনের সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে সেটিকে তুলে ধরেন তিনি।

কিন্তু সেই ছবির ব্যবহার নিয়েই আপত্তি তুলেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর বক্তব্য, ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গায় ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের তুলনা গ্রহণযোগ্য নয়।

এনআরসি নিয়ে ফের আইনি লড়াই, আসুর আবেদনে জবাব তলব কেন্দ্র ও অসম সরকারের

গুয়াহাটি : অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) নিয়ে বিতর্ক ফের আদালতের দরজায়। চূড়ান্ত নাগরিকপঞ্জিতে একাধিক অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে নতুন করে যাচাইয়ের দাবি জানিয়েছে অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আসু)। সংগঠনের আবেদনের ভিত্তিতে এবার কেন্দ্রীয় সরকার ও অসম সরকারের কাছে জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট।



সোমবার বিচারপতি পিএস নরসিমা ও বিচারপতি অলোক আরাধের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। দুই সরকারকে নোটিশ জারি করে তাদের বক্তব্য জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত। শুনানির সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন আসুর সভাপতি উৎপল শর্মা এবং সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য।

এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে আসুর অসন্তোষের কেন্দ্রে রয়েছে নাম বাদ পড়ার সংখ্যায় বড় ধরনের পরিবর্তন। সংগঠনের দাবি, প্রথম খসড়া তালিকায় প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়লেও চূড়ান্ত তালিকায় সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় প্রায় ১৯ লক্ষে। এই পরিবর্তন নাগরিকপঞ্জির নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বলে দাবি সংগঠনের।

আসুর বক্তব্য, অসমে সঠিক নাগরিকপঞ্জি তৈরির দাবি দীর্ঘ কয়েক দশকের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে এনআরসি নবীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু সরকারি ও প্রশাসনিক স্তরে একাধিক গাফিলতির কারণে চূড়ান্ত তালিকায় অসঙ্গতি থেকে গিয়েছে বলে অভিযোগ তাদের।

আসুর সভাপতি উৎপল শর্মা ও সাধারণ সম্পাদক সমীরণ ফুকন যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, অসমের মানুষের প্রত্যাশা ছিল একটি নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত নাগরিকপঞ্জি। কিন্তু বর্তমান তালিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সংগঠনের মধ্যেও অসন্তোষ রয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, চূড়ান্ত এনআরসি নিয়ে সরকারও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল বলে দাবি আসুর।

প্রথমবার এক ফ্রেমে তিন মহাশক্তি! ট্রাম্প-পুতিন-জিনপিংয়ের করমর্দন



বেজিং : বিশ্বের তিন মহাশক্তি আমেরিকা, রাশিয়া ও চিনের বন্ধুত্ব দিবাস্বপ্ন। যদিও বুধবার চিনের শেনঝেনে রেড কার্পেটে দেখা গেল এক বিরল দৃশ্য; মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং হাসি মুখে একে অপরের সঙ্গে করমর্দন করলেন। এই প্রথম তিন মহাশক্তিধর দেশের যুযুধান রাষ্ট্রপ্রধানদের এক ফ্রেমে। নেপথ্যে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন (এপেক) শীর্ষ সম্মেলন। এদিন জিনপিং এবং তাঁর স্ত্রী পেং লিউয়ানের এক জমকালো ভোজসভার আয়োজন করেন। ঠিক তার আগে বিরল দৃশ্যের সাক্ষী হল গোটা বিশ্ব। প্রশ্ন উঠছে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্পের হারের পর কি বদলাতে চলেছে বৈশ্বিক কূটনীতির অঙ্ক? নাকি বরাবরের মতো রাঘববোয়াল চাপে মরবে ছোট দেশগুলি!

সমাজমাধ্যম টেলিগ্রামে চমকে দেওয়া ভিডিওটি পোস্ট করেছে ‘ক্রেমলিন পুল টিম’। সেখানে দেখা গিয়েছে, তিন রাষ্ট্রনেতা যখন একসঙ্গে ছবির তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন লাল গালিচার ওপর দিয়ে ট্রাম্প ও জিনপিংয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন পুতিন। এরপরই ট্রাম্প ও পুতিন করমর্দন করে কুশল বিনিময় করেন। এক সময় একে অপরের কাঁধেও হাত রাখেন। অন্যদিকে ট্রাম্প ও জিনপিংয়ের স্ত্রীকেও একসঙ্গে দেখা যায়। খানিক বাদে পুতিন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করেন। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার শেনঝেনের মাটিতে বিরল তথা গুরুত্বপূর্ণ ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

এর আগে ট্রাম্পকে স্বাগত জানিয়ে জিনপিং বলেন, চিন এবং আমেরিকার মধ্যে একটি গঠনমূলক ও কৌশলগতভাবে স্থিতিশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে আমি আগ্রহী। দু’দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে সহযোগিতা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য অপেক্ষায় আছি। আমাদের লক্ষ্য হল , পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমতার ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে একটি গঠনমূলক ও কৌশলগতভাবে স্থিতিশীল সম্পর্ক গড়ে তোলা। অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার জিনপিং ও পুতিনের সঙ্গে তাঁর আলোচনায় ইরান ও ইউক্রেন যুদ্ধ উঠে আসবে। শুধু তাই নয়, পরমাণু অস্ত্র নিয়েও কথা হবে।

উল্লেখ্য, এই প্রথমবার বিশ্বের তিন শক্তিশালী শাসক একসঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে চলেছেন। চিনের তরফে জানানো হয়েছে, বিশ্বশান্তি রক্ষা এবং বড় শক্তিগুলির সম্পর্কের কৌশলগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিষয়ে তিন নেতা মতবিনিময় করবেন। তবে কূটনৈতিক মহলের মতে, অতীতের মতো এবারও ছোট দেশগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে চলেছে এই বৈঠকেই। যুদ্ধ থামানোর নামে ‘গ্লোবাল সাউথে’র দেশগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে নিজেদের নীতি।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আলোচনায় বসতে চলা তিন নেতার স্বার্থ তিনরকম হলেও, একটি বিষয়ে এঁরা সকলেই একমত। তা হল, ‘গ্রেট পাওয়ার পলিসি’। ট্রাম্প বরাবরই বিশ্বরাজনীতিকে ব্যবসায়িক চুক্তি হিসেবে দেখেন।

মন্ত্রীদের কাজের খতিয়ান নিলেন মোদি, রদবদলের জল্পনা রাজধানীতে



নয়াদিল্লি : মন্ত্রীদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, বেঁধে দিয়েছিলেন কাজের লক্ষ্যমাত্রাও। দু’মাস পর এ বার সেই কাজের হিসাব চাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেপ্টেম্বরের চিন্তন শিবিরে নেওয়া সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকর হয়েছে, কোন মন্ত্রক কতটা এগিয়েছে, আর কোথায় ঘাটতি রয়েছে, বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে তারই পর্যালোচনা করলেন তিনি। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার বৈঠকে মন্ত্রীদের কাজের অগ্রগতির খতিয়ান নেওয়ার পাশাপাশি আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা হয়। আর তাতেই রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে মন্ত্রিসভায় রদবদলের জল্পনা।

সূত্রের খবর, মন্ত্রীদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্তের খবর নেই। সামনে একাধিক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে চাইছে সরকার।

বৈঠকে মাদকবিরোধী অভিযান নিয়েও কড়া বার্তা দিয়েছেন মোদি। যুবসমাজকে মাদকের কবল থেকে রক্ষা করতে কোনও আপস করা যাবে না বলে মন্ত্রীদের জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে মন্ত্রকের সাফল্য কেবল কাগজে-কলমে নয়, বাস্তব ফলাফলের নিরিখে বিচার করা হবে বলেও স্পষ্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

সেপ্টেম্বরের চিন্তন শিবিরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ধরে ধরে এদিন পর্যালোচনা হয়। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মাওবাদী সন্ত্রাস নির্মূলের মতো বিষয় উঠে আসে। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মোদি। প্রকল্পের বরাদ্দ বা সংখ্যা নয়, সাধারণ মানুষের জীবনে তার প্রভাব কতটা পড়ছে, সেটাই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এদিনের বৈঠকে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার পরিকল্পনাও পর্যালোচনা করা হয়। মহিলা ও যুবসমাজের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হরমুজে ভারতীয় নাবিকদের জাহাজে হামলা, নিখোঁজ ১

নয়াদিল্লি : হরমুজ প্রণালীতে পানামার পতাকাবাহী এলপিজি ট্যাঙ্কার ‘এমটি তারা গ্যাস’-এ হামলার কড়া নিন্দা করল ভারত। ১৬ নভেম্বরের এই ঘটনায় জাহাজে থাকা ২৪ জন ভারতীয় নাবিকের মধ্যে ২১ জনকে উদ্ধার করে খাসাব বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহত দু’জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এখনও নিখোঁজ এক নাবিক। মঙ্গলবার বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ওমানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস উদ্ধারকাজে ওমানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। নিরীহ নাবিকদের উপর হামলাকে অগ্রহণযোগ্য বলেছে নয়াদিল্লি। উল্লেখ্য, আমেরিকা-ইরান সংঘাতের জেরে হরমুজে নৌ চলাচল ব্যাহত। গত ৪৮ ঘণ্টায় এই অঞ্চলে অন্তত চারটি তেলের ট্যাঙ্কারে হামলার খবর মিলেছে।

ইমরানের সমর্থনে বিলাওয়াল, শাহবাজের জোটে অস্বস্তি! উত্তাল হতে পারে পাকিস্তান



ইসলামাবাদ : প্রায় তিন বছর ধরে জেলবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সমর্থনে এবার সরব হলেন খোদ শাহবাজ শরিফ সরকারের জোটসঙ্গী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। ইমরানকে ‘রাজনৈতিক বন্দি’ আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বন্ধের দাবি তুলেছেন পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)-র চেয়ারম্যান। তাঁর এই মন্তব্যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অসন্তোষের জেরে বাংলাদেশে মতোই অস্থির পরিস্থিতির মুখে পড়তে পারে কি পাকিস্তান?

এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার করাচি প্রেস ক্লাবে আয়োজিত ‘মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিলাওয়াল বলেন, ইমরান খানকে কেউ পছন্দ করুন বা না করুন, তাঁকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতি এগিয়ে যেতে পারে না। দেশের রাজনৈতিক বন্দিদের শেষ পর্যন্ত মুক্তি দিতে হবে বলেও দাবি জানান তিনি। তাঁর কথায়, সব প্রধানমন্ত্রীকেই জেলে যেতে হয়। সবাই কি চোর? রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আর কতদিন চলবে?

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে একাধিক প্রধানমন্ত্রীকে কারাবাস করতে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন বিলাওয়াল। একইসঙ্গে ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-কে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে আনা এবং তাদের আস্থা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি। বিলাওয়ালের বক্তব্য, পিটিআইয়েরও ভুল রয়েছে। তবে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনার বিকল্প নেই।

উল্লেখ্য, পিপিপি বর্তমানে শাহবাজ শরিফের নেতৃত্বাধীন সরকারের জোটসঙ্গী। ফলে বিলাওয়ালের এই মন্তব্য রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারের সঙ্গে জোটে থেকেও বিরোধী নেতার মুক্তির পক্ষে তাঁর সওয়াল শাসক শিবিরের অস্বস্তি বাড়াতে পারে।

অন্যদিকে, জেলে নিজের শারীরিক ও মানসিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইমরান। সম্প্রতি পাকিস্তানের শীর্ষ বিচারপতিদের কাছে লেখা চিঠিতে তাঁর আশঙ্কা, কারাগারের বর্তমান পরিস্থিতিতে হয়তো আর জীবিত অবস্থায় বাইরে ফিরতে পারবেন না তিনি। তাঁর অভিযোগ, বন্দি অবস্থায় চরম প্রতিকূলতার মধ্যে দিন কাটছে। এই পরিস্থিতিতে বিলাওয়ালের মন্তব্য ইমরানের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতাকে ফের সামনে নিয়ে এসেছে।

‘শ্রীচৈতন্যদেবের অপমান’, হিন্দুধর্ম নিয়ে চিন্ময় প্রভুর কাজের প্রশংসা, মুক্তি নিয়ে সরব শমীক



কলকাতা : পালাবদলের পরও ওপার বাংলায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। মৌলবাদীদের হামলায় এখনও তাঁরা বিপন্ন। এখনও সেখানে হিন্দু মন্দির, দেবদেবীর মূর্তি ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটে চলেছে। তারেক রহমানের সরকার এলেও আড়াই বছর ধরে জেলবন্দি হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর মুক্তি নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া এগোয়নি এতটুকুও। উলটে তাঁকে এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তরে আগ্রহী স্থানীয় প্রশাসন। এনিয়ে এবার মুখ খুলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা শমীক ভট্টাচার্য। চিন্ময় প্রভুর মুক্তির দাবিতে সরব হয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে তুলনা করলেন তিনি।

ষোড়শ শতকে নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যদেব ওরফে নিমাইয়ের হাত ধরে ভক্তি আন্দোলনের ছোঁয়া পায় অবিভক্ত বাংলা। তাঁর কৃষ্ণপ্রেমই কালক্রমে মানবপ্রেমে উত্তীর্ণ হয়ে অহিংসতার পথ তৈরি করে। পরবর্তীতে সেখানেই গড়ে ওঠে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ইসকন। যা ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে এখন গোটা বিশ্বে বিখ্যাত। বাংলাদেশে ঠিক সেই কাজটিই করেছেন সনাতন সংগঠনের প্রতিনিধি তথা ইসকনের যোগ থাকা সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ওরফে চিন্ময় প্রভু। কিন্তু ২০২৪ সালে হাসিনা সরকার পতনের পর তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় জেলবন্দি করা হয়েছে। এনিয়ে শমীক ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ওখানে চিন্ময় প্রভুকে এতদিন ধরে জেলবন্দি করে রাখা হয়েছে। তিনি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, খুব ভালোভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের কাজ করে চলেছেন। তাঁকে এভাবে অস্বীকার করার অর্থ আসলে চৈতন্যদেবকেই অস্বীকার করা। তিনি তাড়াতাড়ি মুক্তি পান, সেটাই চাই।

পৃথিবীর গভীরে অক্সিজেনের বিপুল ভাণ্ডার, নতুন গবেষণায় উন্মোচিত ভূগর্ভের অজানা রহস্য

ড. বিজয় গর্গ



আমাদের পায়ের নিচে যে পৃথিবী, তার গভীরে লুকিয়ে রয়েছে এমন এক বিস্ময়কর জগৎ, যার অনেক রহস্য আজও বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা। পাথর, খনিজ, ধাতু এবং জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোটি কোটি বছর ধরে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কাঠামো। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আবারও সেই অদৃশ্য জগতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় উঠে এসেছে, পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণ অক্সিজেন বিভিন্ন খনিজ ও রাসায়নিক যৌগের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। এই অক্সিজেন কোনও মুক্ত গ্যাসের ভাণ্ডার নয়, বরং পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা এক বিশাল রাসায়নিক সঞ্চয়।

এই আবিষ্কার বা গবেষণার গুরুত্ব শুধু অক্সিজেনের উপস্থিতি জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর জন্ম, তার অভ্যন্তরীণ বিবর্তন, ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন এবং প্রাণের বিকাশের ইতিহাস বুঝতেও এই অনুসন্ধান নতুন দিশা দেখাতে পারে।

বায়ুমণ্ডলের বাইরেও অক্সিজেনের অস্তিত্ব

অক্সিজেনের কথা উঠলেই সাধারণত আমাদের মনে আসে শ্বাস নেওয়ার বাতাস, গাছের সবুজ পাতা কিংবা নদী-সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের কথা। কিন্তু অক্সিজেনের অস্তিত্ব যে শুধু বায়ুমণ্ডল বা জলভাগে সীমাবদ্ধ নয়, তা বিজ্ঞানীদের কাছে বহুদিনের জানা। পৃথিবীর ভূত্বক এবং ম্যান্টলে অক্সিজেন অন্যতম প্রধান উপাদান।

তবে এই অক্সিজেনের অধিকাংশই মুক্ত অবস্থায় থাকে না। সিলিকেট, অক্সাইডসহ বিভিন্ন খনিজের রাসায়নিক গঠনের মধ্যে তা আবদ্ধ থাকে। সিলিকন, ম্যাগনেশিয়াম ও লোহার মতো মৌলের সঙ্গে রাসায়নিক বন্ধনে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত রয়েছে।

অর্থাৎ, আমরা যে অক্সিজেন গ্রহণ করে বেঁচে থাকি, ভূগর্ভের অক্সিজেন তার মতো সরাসরি ব্যবহারযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর গভীরে এই উপাদানের উপস্থিতি গ্রহটির রাসায়নিক গঠন এবং অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে এক বিস্ময়কর যাত্রা

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কাঠামো মূলত তিনটি প্রধান স্তরে বিভক্ত;ভূত্বক, ম্যান্টল এবং কেন্দ্রীয় অংশ বা কোর। সবচেয়ে বাইরের পাতলা স্তরটি হল ভূত্বক, যার ওপর আমাদের বসবাস। তার নিচে রয়েছে ম্যান্টল, যা উত্তপ্ত ও প্রধানত কঠিন শিলায় গঠিত। এই স্তরের পদার্থ অত্যন্ত ধীরগতিতে ভূতাত্ত্বিক সময়ের পরিসরে চলাচল করে। পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে তরল বহিঃকোর এবং কঠিন অন্তঃকোর। এই দুই স্তরের প্রধান উপাদান লোহা ও নিকেল।

পৃথিবীর গভীরতম অংশে সরাসরি পৌঁছে গবেষণা চালানো মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সেখানে তাপমাত্রা ও চাপ এতটাই বেশি যে প্রচলিত প্রযুক্তির সাহায্যে সরাসরি অনুসন্ধান করা যায় না। তাই বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ভূকম্পীয় তরঙ্গ, পরীক্ষাগারে উচ্চচাপ ও উচ্চতাপের পরীক্ষা, কম্পিউটারভিত্তিক মডেল এবং আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত পদার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে ধারণা তৈরি করেন।

এই গবেষণাগুলি দেখিয়েছে, গভীর পৃথিবীর খনিজগুলির রাসায়নিক গঠনে অক্সিজেনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রচণ্ড চাপের কারণে খনিজের অভ্যন্তরীণ কাঠামো পরিবর্তিত হতে পারে। এর ফলে তাদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যও বদলে যায়। পৃথিবীর গভীরে বিভিন্ন মৌলের বণ্টন এবং পদার্থের চলাচল নিয়ন্ত্রণে এই পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কেন গুরুত্বপূর্ণ এই ভূগর্ভস্থ অক্সিজেনের ভাণ্ডার?

পৃথিবীর গভীরে অক্সিজেনের উপস্থিতি নিয়ে গবেষণার গুরুত্ব কয়েকটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, পৃথিবীর আদিম ইতিহাস পুনর্গঠনে এই গবেষণা সাহায্য করতে পারে। প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবী গঠনের সময় বিভিন্ন পদার্থ তাদের ঘনত্ব ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে পৃথক হতে শুরু করে। লোহা ও অক্সিজেনের পারস্পরিক রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং অন্যান্য মৌলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বুঝতে পারলে পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অংশ ও ম্যান্টল কীভাবে গঠিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর অভ্যন্তরে অক্সিজেনের রাসায়নিক অবস্থা আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ এবং ভূগর্ভ থেকে নির্গত গ্যাসের গঠনকে প্রভাবিত করতে পারে। আগ্নেয়গিরি থেকে জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং সালফারযুক্ত বিভিন্ন গ্যাস নির্গত হয়। এই গ্যাসগুলির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর গভীরে বিদ্যমান পরিবেশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন।

তৃতীয়ত, দীর্ঘ ভূতাত্ত্বিক সময় ধরে অক্সিজেনযুক্ত খনিজের চলাচল পৃথিবীর সামগ্রিক রাসায়নিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে পারে। ম্যান্টল, ভূত্বক, মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বিভিন্ন মৌলের আদানপ্রদান কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর পরিবেশকে পরিবর্তিত করেছে। প্রাণের বিকাশের উপযোগী পরিস্থিতি তৈরিতেও এই প্রক্রিয়াগুলির ভূমিকা রয়েছে।

তবে একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি। পৃথিবীর গভীরে খনিজের মধ্যে আবদ্ধ অক্সিজেনকে মানুষের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত কোনও বিকল্প অক্সিজেনের ভাণ্ডার হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। এই অক্সিজেনকে মুক্ত করতে হলে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। ফলে তা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যবহারযোগ্য কোনও সহজলভ্য উৎস নয়।

পৃথিবীর গভীরের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক

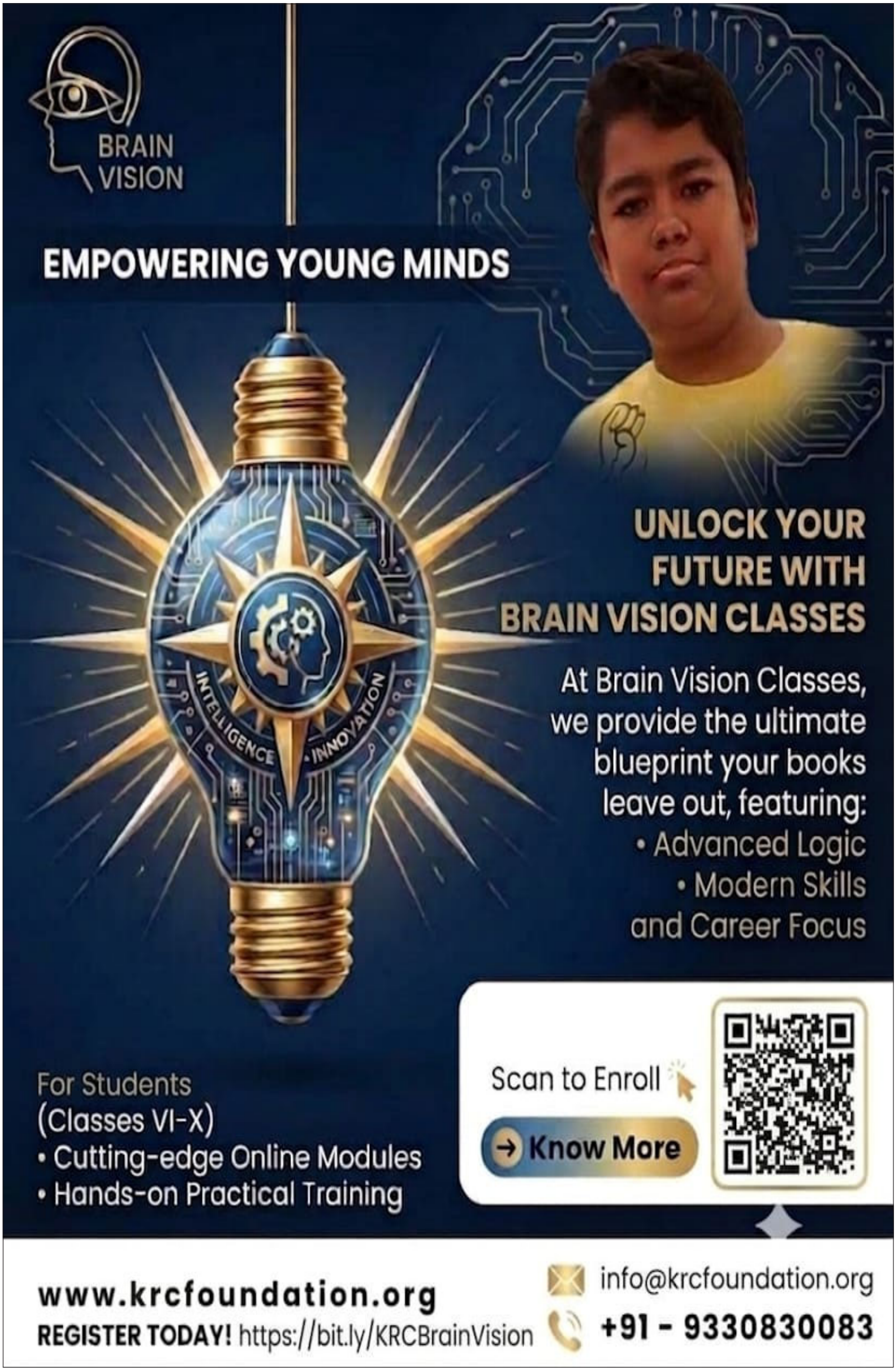
পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ এবং উপরিভাগে প্রাণের অস্তিত্বের মধ্যে সম্পর্ক অনেক গভীর। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূত্বকের পরিবর্তন, খনিজের সৃষ্টি এবং বিভিন্ন মৌলের পুনর্বণ্টন;সবই পৃথিবীর দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ গঠনে ভূমিকা পালন করে। ভূগর্ভ থেকে নির্গত গ্যাস বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক গঠনেও প্রভাব ফেলে।

অন্যদিকে, উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন যুক্ত হয়। অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এবং উপরিভাগের জৈবিক কার্যকলাপ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাদের ভূমিকা এক নয়। ভূগর্ভের খনিজে আবদ্ধ অক্সিজেন এবং বায়ুমণ্ডলের মুক্ত অক্সিজেনের মধ্যে এই পার্থক্য বোঝা অত্যন্ত জরুরি।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard